যুব দলের কোচ ইসফাক

ভারতীয় অনূর্ধ্ব ১৬ দলের কোচ হলেন ইসফাক আহমেদ। বৃহস্পতিবার আইএম বিজয়নের নেতৃত্বে বৈঠকে বসে এআইএফএফ টেকনিক্যাল কমিটি। সেখানেই ইসফাকের নাম প্রস্তাব করা হয়। আগে কেরালা ব্লাস্টার্সের সহকারী কোচ ছিলেন ইসফাক।

নতুন বছরেও পুরনো ‘রোগ’

চক্রব্যূহে বন্দি। এভাবেই বারবার আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

- ইস্টবেঙ্গল
- রেনবো এফসি

আজকালের প্রতিবেদন

দেশভাগের আগে পরে ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষদের সব হারিয়েও ঘুরে দাঁড়ানোর সাক্ষী যাদবপুর এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল মরশুম শুরু করল যাদবপুর সংলগ্ন কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। শেষ কয়েকটা মরশুম ভাল যায়নি। ভাবা হয়েছিল ‘গড়’ থেকেই আবার চেনা ছন্দে মরশুম শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। তবে নতুন বছরেও দেখা গেল সেই পুরনো রোগ। অজস্র সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে লিগের শুরুতেই আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। রেনবো এফসি-র সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ শেষ হল গোলশূন্য অবস্থায়।

মোহনবাগান এবং মহমেডান লিগ শুরু করেছে দুরন্তভাবে। তাই ইস্টবেঙ্গলকে নিয়েও প্রত্যাশার পারদ চড়েছিল। তবে চোট-আঘাত সমস্যার জন্য ছিলেন না দলের তিন মূল ফুটবলার। ট্রায়াল থেকে পছন্দ হওয়া কেরালা স্ট্রাইকার নিয়াসকে সামনে রেখে খেলা শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। শুরুতেই ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক আদিত্য পাত্রের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হয় ডিফেন্ডার অতুল উন্নিকৃষ্ণনের। আদিত্যের ঘাড়ে এবং অতুলের বুকে আঘাত লাগে। কিছুক্ষণ পরে আদিত্যর মাথা ঘুরতে থাকায় তাঁকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরে রুটিন পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। অতুল বুকে ব্যথা নিয়েই গোটা ম্যাচ খেলেন। পরে হোটেলে তাঁকে দেখেন দলের চিকিৎসক। গোটা ম্যাচে নিয়াস একাই হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। অন্তত ইস্টবেঙ্গল পাঁচটি সহজ পরিস্থিতিতে গোল করতে পারেনি। ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনু জর্জ বলেন, ‘অনেক সমস্যা নিয়েই খেললাম। গোল হয়নি ঠিকই তবে গোটা ম্যাচ প্রাধান্য নিয়ে খেলেছি।’

অন্য দু’প্রধানের থেকে কিছুটা পরে অনুশীলন শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গলের কলকাতা লিগের দল। রিজার্ভ দলের জন্য ট্রায়ালে আসা ফুটবলারদের মান বেশ খারাপ। অভিযোগ উঠছে এই দলের কয়েকজন ফুটবলারের মাসিক বেতন দশ হাজার টাকারও কম। সেখানে কলকাতা লিগের অন্য অনেক তথাকথিত ছোট দলের প্লেয়াররাও এর থেকে বেশি মাইনে পায়। প্রশ্ন, এত কম টাকায় সত্যিই কি ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে খেলার মানের ফুটবলার পাওয়া সম্ভব? প্রথম ম্যাচ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তুলে দিল।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য (নিশাদ), সার্থক, অতুল, তুহিন (শ্যামল), শুভেন্দু, লিজো, সঞ্জীব (আমন), তন্ময় (দীপ), নাসিব, কুশ, নিয়াস (নিরঞ্জন)

বাগান সমর্থকেরা হৃদয়ে থাকবে

এটা নতুন চ্যালেঞ্জ: প্রীতম

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

গত মরশুমে আইএসএল নকআউট ট্রফি জয়ী মোহনবাগানের অধিনায়ক প্রীতম কোটাল। আইএসএল ও সুপার কাপে অংশ নেওয়ার পর থেকেই প্রীতমের মোহনবাগান ছাড়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। বড় অঙ্কের আকর্ষণীয় আর্থিক প্রস্তাব আসে তাঁর কাছে কেরালা ব্লাস্টার্সের থেকে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও মোহনবাগান না ছাড়লে তাঁর যাওয়ার উপায় ছিল না সবুজ-মেরুনের সঙ্গে চুক্তি থাকায়। তাছাড়া কেরালা ব্লাস্টার্সের থেকে মোহনবাগানকে ট্রান্সফার ফি দেওয়ার বিষয়টাও ছিল। সেই বিষয়টা অবশ্য ফয়সালা হয়ে যায় কেরালা ব্লাস্টার্সের থেকে সাহাল আবদুল সামাদের সঙ্গে প্রীতমের যোগদান সোয়াপ ডিলের মধ্যে সেরে ফেলায়। একটা সময় কেরল দলের হোরমিপামের সঙ্গে এই সোয়াপ ডিলের প্রস্তাব এলেও মোহনবাগান তাতে সাড়া দেয়নি। কিন্তু সাহালের সঙ্গে সেটা হবে জেনে রাজি হয়ে যায় প্রীতমকে ছেড়ে দিতে। মনবীর ফিট নয়, আশিক ছন্দে নেই, তাই সাহালকে পেয়ে যেমন লাভবান মোহনবাগান, তেমন কেরল দলও খুশি প্রীতমকে পেয়ে। প্রীতম জানালেন, ‘কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে। সইটুকুই বাকি। ২১ জুলাই কেরল যাচ্ছি। ওদের প্রি-সিজন শুরু হয়ে গেছে। আমি এতদিন ভারতীয় দলের শিবিরে ছিলাম। তাই জানিয়েছিলাম, কয়েক দিন উত্তরপাড়ার বাড়িতে কাটিয়ে কেরলের প্র্যাকটিসে যোগ দেব। ওরা আপত্তি করেনি।’

এতদিন মোহনবাগানে খেলার পর নতুন দলে যেতে খারাপ লাগছে না? মোহনবাগান সমর্থকদের মিস করবেন? প্রীতমের জবাব, ‘আমি পেশাদার ফুটবলার। ইন্ডিয়ান অ্যারোজ থেকে মোহনবাগান জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলাম। ১৩ থেকে ১৭ সাল টানা মোহনবাগানে ছিলাম। ওইসময় লোনে আইএসএলের দলে খেলতে যেতে হয়েছিল পুনে, এটিকে-তে। তারপর এক মরশুম দিল্লি ডায়নামোজের হয়ে খেলি। ১৮ থেকে ২০ এটিকে-তে ছিলাম। তারপর মোহনবাগানে। এটা নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে মোহনবাগান সমর্থকরা সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে। কেরালা ব্লাস্টার্স এখনও আইএসএল জেতেনি। সেই লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করব।’

মোহনবাগান জার্সিতে এবার আর এএফসি কাপ খেলা হবে না প্রীতমের। সেটা নিয়ে আক্ষেপ নেই। প্রীতম বলেন, ‘এই বছরটা ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ভাল পারফর্ম করে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত দলে থাকা ও খেলার সুযোগ করে নেওয়াই লক্ষ্য থাকবে এখন।’

দলে চানু

আজকালের প্রতিবেদন: সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াধে হবে বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ। ঘোষিত হল ভারতীয় দল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দু’বারের পদকজয়ী মীরাবাই চানু আছেন এই দলে। মহিলাদের বিভাগে ৪৯ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। ৫৫ কেজি বিভাগে লড়াই করবেন বিন্দ্যারানি দেবী। পুরুষদের বিভাগে লড়াইয়ে আছেন বাঙালি ভারোত্তোলক, বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অচিন্ত্য শিউলি। তিনি নামবেন ৭৩ কেজি বিভাগে। পুরুষ দলে অন্য দুই ভারতীয় ভারোত্তোলক হলেন শুভম তোড়কার (৬১ কেজি) এবং নারায়ণ অজিত (৭৩ কেজি)। তোড়কার বাদে মীরাবাই, বিন্দ্যারানি, অচিন্ত্য এবং নারায়ণ অংশ নেবেন চীনে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান গেমসেও। গত মে মাসে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছিলেন মীরাবাই। তিনি এবং বিন্দ্যারানি এইমুহূর্তে ট্রেনিং করছেন আমেরিকার সেন্ট লুইসে।

জয়ী সিন্ধুরা

আজকালের প্রতিবেদন: ইউএস ওপেন ব্যাডমিন্টনে জয় দিয়ে শুরু করলেন পি ভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেন। প্রথম রাউন্ডে সিন্ধু জয়ী মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত দিশা গুপ্তর বিরুদ্ধে। জেতার জন্য বিশেষ ঘাম ঝরাতে হয়নি অলিম্পিকে দু’বারের পদকজয়ীকে। মাত্র ২৭ মিনিটের একতরফা লড়াইয়ে সিন্ধু জেতেন ২১-১৫, ২১-১২ পয়েন্টে। অন্য দিকে সদ্য কানাডা ওপেনজয়ী লক্ষ্য সহজেই পেরিয়েছেন প্রথম রাউন্ডের বাধা। পুরুষ সিঙ্গলসে তিনি হারান ফিনল্যান্ডের কেল কোলিওনেনকে ২১-৮, ২১-১৬ পয়েন্টে। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন বি সাই প্রণীথ। বিশ্বের সাত নম্বর, চীনের লি শি ফেং ১৬-২১, ২১-১৪, ২১-১৯ পয়েন্টে হারান প্রণীথকে। প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন এস শঙ্কর সুব্রমনিয়ান। ২১-১১, ২১-১৬ পয়েন্টে হারান আয়ারল্যান্ডের এনহাত এনগুয়েনকে।

মেসির জন্য সেজে উঠছে মায়ামি

আজকালের প্রতিবেদন

একদিন পরেই সরকারিভাবে প্রকাশ করা হবে লিওনেল মেসিকে। আর তার কয়েকদিন পরই ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হবে আর্জেন্টাইন তারকার। মেসি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন মায়ামিতে। সরকারিভাবে আত্মপ্রকাশের আগেই মেসি-জ্বরে আক্রান্ত সাগরপারের এই শহর।

ইন্টার মায়ামির গোলাপি জার্সি বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে। শহরের একাধিক রেস্তোরাঁ যেমন মেসির ম্যুরালে ভরে গিয়েছে, তেমনই পার্ড রক ক্যাফে মেসি চিকেন স্যান্ডউইচ তৈরি করেছে আর্জেন্টাইন তারকার সম্মানে। সমর্থকেরা মেসি দর্শনের জন্য ভিড় করে আসছেন স্টেডিয়ামে। বুধবার রাতে মায়ামির এক রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন বার্সিলোনার প্রাক্তন এই ফুটবলার। উৎসাহী সমর্থকেরা পিছু নেন তাঁর। সেলফির আবদার করেন আর্জেন্টিনার জার্সি পরিহিত এক সমর্থক। ছবি তোলার জন্য মেসি দাঁড়াতে তাঁকে চুম্বন করেন ওই সমর্থক। সমর্থকদের এই ভালবাসা নতুন নয়। তবে সময় নষ্ট না করে মেসি পরিবারের সঙ্গেই এগিয়ে যান।

মেসি দর্শনের অপেক্ষায় মায়ামি সমর্থকেরা। ছবি: টুইটার

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল শস্ত্র: হুগলি
২৩এ রাই এম সি লাহিড়ি বাহাদুর স্ট্রিট, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলি (পঃ বঃ) পিন ৭১২২০১

বিক্রয় প্রত্যাহার

এই সংবাদপত্রে ২৪.০৬.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি যা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ছিল ২৮.০৭.২০২৩ কামারপুকুর **ব্রাঞ্চের মেসার্স মা জগৎগৌরি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ (ক্রম নং ১)-এর সম্পত্তি বিক্রয় কারিগরি কারণে প্রত্যাহার করা হ'ল।**
ই-অকশনের পরবর্তী তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

তারিখ: ১৩.০৭.২০২৩ স্থান: শ্রীরামপুর
স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল সত্ত্র, খড়্গপুর, বিহ-১, বিধানগর, স্টেশন রোড, মেদিনীপুর-৭২১১০১,
ই-মেল: CS8262@PNB.CO.IN

সংশোধনী

এই পত্রিকায় ১১.০৭.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ক্রম নং ২ অ্যাকাউন্ট **শ্রী তাপস মণ্ডল,** পিতা- মিহির মণ্ডল এবং ক্রম নং ৬ অ্যাকাউন্ট **শ্রী জয়দেব ওঝা,** উভয়ই **জামনা** ব্রাঞ্চের বাতিল/প্রত্যাহার করা হল, কিন্তু ক্রম নং ১৪ অ্যাকাউন্ট: **মেসার্স নিগম অটোমোবাইলস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী হিমাংশুশেখর রায়, ব্রাঞ্চ মোহনপুরের** সম্পত্তিসমূহের অকশনের তারিখ ভুলক্রমে সূচিভুক্ত হয়েছিল ৩১.০৭.২০২৩, কিন্তু ই-অকশনের তারিখ হবে ২২.০৮.২০২৩। অন্য ঋণগ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পত্তি বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত তারিখে অকশন করা হবে।

বিদ্যানন্দ মিশ্র
অনুমোদিত আধিকারিক,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
সিও: খড়্গপুর; জামিনযুক্ত ঋণদাতা
তারিখ: ১৩.০৭.২০২৩
স্থান: মেদিনীপুর

NOTICE

IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA BEFORE THE LEARNED 2NDJUDGE BENCH MONEY SUIT NO. 69 OF 2011.

(M.S. No. 2473 /2014)

CANARA BANK

A body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 having its Head Office at 112, J. C. Road, Bangalore, Pin - 560 002, Karnataka State and Branch Office inter alia, at Canara Bank, Manicktolla Branch, 171D & 173A Vivekananda Road, Police Station - Burtolla, Kolkata - 700 006 within the jurisdiction of this learned Court.

... Plaintiff

- VERSUS -

SMT SIPRA CHAKRABORTY

Wife of Late Pulak Chakraborty of CG-191, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 **also at** 11, Clive Row, Kolkata - 700 001 **and also at** BJ-381, Sector - II, Salt Lake City, Kolkata - 700091.

... Defendant

To,
Smt. Sipra Chakraborty
Wife of Late Pulak Chakraborty, of CG-191, Sector - III, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 **also at** 11, Clive Row, Kolkata - 700 001 **and also at** BJ-381, Sector - II, Salt Lake City, Kolkata - 700 091.

It is hereby notified that a suit for recovery of Money valued at **Rs. 2,56,430.71p** being Money **Suit No. 69 of 2011 (M.S. No. 2473/2014)** is pending for disposal before the Learned 2ndJudge, City Civil Court at Calcutta.

The notice to the defendant have been served.

You are hereby directed to appear in person or through Lawyer in the abovecase on **02.08.2023** which is fixed for paper publication.

Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the said suit will be heard ex parte and determined in your absence.

By Order,
Kallu Prasad Gond
Chief Administrative Officer
City Civil Court at Calcutta

केनरा बैंक Canara Bank
A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [সেকশন ১৩(৪)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট IV [(রুল ৮ (১) দেখুন]

রাজেন্দ্রপুর নৈহাটি ব্রাঞ্চ (১৯৭৭৮),
রাজেন্দ্রপুর মৎস্যবাজার উন্নয়ন কমিটি বিল্ডিং, জোড়াবটতলা, নৈহাটি, পোঃ মাদাপুর, পঃ বঃ, পিন ৭৪৩১৬৬

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **কানাড়া ব্যাঙ্ক, রাজেন্দ্রপুর নৈহাটি**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪ অফ ২০০২)-সহ ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত **ঋণগ্রহীতা শ্রী হরিন্দর রায় (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), শ্রীমতী দাউলটি দেবী (জামিনদার) স্বামী হরিন্দর রায়**-এর প্রতি **১৭.০৪.২০২৩** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিগুলিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ₹৩,৯৮,৮৮৯.৮৭ (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশো উননব্বই টাকা ও সাতাশি পয়সা মাত্র) ১০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী-সহ তদুপরি সুদ খরচ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।
যেহেতু সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২ জুলাই ২০২৩ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতগুলি সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন ওপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ₹৩,৯৮,৮৮৯.৮৭ (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশো উননব্বই টাকা ও সাতাশি পয়সা মাত্র) ১০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী ও তার ওপর ১১.০৪.২০২৩ থেকে সুদ, মাশুল সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক, রাজেন্দ্রপুর নৈহাটি-এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ (৮)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঋণগ্রহীতাকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের বকেয়া প্রদান করে জামিনযুক্ত সম্পদ ছাড়িয়ে নেবেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: শ্রী হরিন্দর রায় (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)-এর সম্পত্তির সকল অপরিহার্য অংশ কমবেশি ৩.৩০ ডেসিমেল জমির সকল অপরিহার্য অংশ, যেখানে একতলা ইটের বিল্ডিং এর নির্মাণ রয়েছে যার স্থিতি মৌজা-দোগাছিয়া, জেএল নং ৬, রেসা নং ৮০, তৌজি নং ২৬৪২, খতিয়ান নং আর এস ৪২৯, এল আর ১৭১৩ (পূর্বতন ৭৭৩), দাগ নং আর এস ১৮৭, এল আর ১৯২, মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, হোল্ডিং নং ৫৩৭২/১৬ (পূর্বতন ৪১৭৩), থানা-নৈহাটি, এডিএসআর নৈহাটি, আর্শা পরগনা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩১৩০। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি এইরূপে: উত্তরে: দাগ নং ১৮৭ এর জমি দক্ষিণে: কার্তিক ঘোষের জমি যার দাগ নং ৭৩২ পূর্বে: দাগ নং ১৮৬ এর জমি পশ্চিমে: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ পরিসর।

তারিখ: ১২.০৭.২০২৩
স্থান: নৈহাটি
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

ফর্ম ‘এ’
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬ অধীনে]

কনটেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডএর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্যাবলি

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	কনটেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠার তারিখ	১০.০৩.১৯৮৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠিত/নিবন্ধীকৃত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, দিল্লি
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	L63011DL1988GO1030915
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য অফিস (যদি থাকে)-এর ঠিকানা	**রেজিঃ অফিস:** কনকর ভবন, সি-৩, মথুরা রোড, অ্যাপোলো হাসপাতালের বিপরীতে, নতুন দিল্লি-১১০০৪৪। **কর্পোরেট অফিস:** কনকর অ্যানেক্স, এনএসআইসি এমডিবিপি বিল্ডিং (থার্ড ফ্লোর), ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, নতুন দিল্লি-১১০০২০
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পরিপ্রেক্ষিতে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	**১২ জুলাই, ২০২৩**
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের অনুমিত তারিখ	**০৮ জানুয়ারি, ২০২৪** (ইনসলভেন্সি আরম্ভের তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে ক্রিয়ারত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**বিবেক শর্মা** **রেজিঃ নং:** IBBI/IPA-002/IP-N01077/2020-2021/13442 **এএফএ বৈধতা:** ০৫.০২.২০২৪ পর্যন্ত
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধীকৃত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি	হাউস নং ৪৪৯, ফিল খুরাঞ্জা, পোঃ- কৃষ্ণনগর, দিল্লি-১১০০৫১ **ই-মেল:** fcsvivekksharma@gmail.com
১০.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই-মেল আইডি	ই-২৬২, এলজিএফ, ইস্ট অফ কৈলাস, নতুন দিল্লি-১১০০৬৫ **ই-মেল:** cirp.concor@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬ জুলাই, ২০২৩
১২.	২১ নং ধারার (৬এ) নং উপধারার ক্লজ ‘বি’-এর অধীনে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নির্ধারিত ঋণদাতাদের (যদি থাকে) শ্রেণিবিভাগ প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়
১৩.	কোনও শ্রেণিতে ঋণদাতাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রিশায়ীল হওয়ার জন্য চিহ্নিত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালদের নাম (প্রতি শ্রেণির জন্য তিনজন করে) প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) দরকারি ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিশদ তথ্য উপলব্ধ রয়েছে এখানে:	ক) ওয়েব লিঙ্ক: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা এই নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, **১২ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কনটেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস** শুরুর আদেশ জারি করেছে।
এতদ্দ্বারা **কনটেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের** ঋণদাতাদের ওপরের টেবিলে ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে **২৬ জুলাই, ২০২৩** বা তার আগে তাঁদের দাবিগুলি যথাযথ প্রমাণ সমেত পেশ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেবেন। বাকি সকল ঋণদাতা তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত নিজেরা হাতে করে, ডাক মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দিতে পারবেন।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা করা হতে পারে।

বিবেক শর্মা
স্থান: নতুন দিল্লি
কনটেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
তারিখ: ১৩.০৭.২০২৩
রেজিঃ নং IBBI/IPA-002/IP-N01077/2020-2021/13442

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ ও ৩৫৮, জি টি রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
ই-মেল: a659@indianbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু:
এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি(গুলি)র দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ ও অন্যান্য খরচাপাতি সমেত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম (সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)	দায়বদ্ধ/ বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ
১	ক) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স কোলফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোপ্রাইটর: মিঃ ধীরজ চাওলা** **জামিনদার ও বন্ধকদাতা: মনজিৎ চাওলা**	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- আসানসোল, জে এল নং ৩৫, আসানসোল পুরনিগমের ২১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জমি ও সম্পত্তির পরিমাপ ১১৬৪৮ (এগারো হাজার ছশো আটচল্লিশ) বর্গফুট, আর এস প্লট নং ৫৪২, ৫৪৩, ৫৫৪, ৫৫৫, আর এস খতিয়ান নং ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, তৎসহ একটি ৪ তলা পাকা ব